যুগান্তর

21 JAN 2017

মানিকগঞ্জের কাটিগ্রামে এসি রবিউল করিম (ইনসেটে) প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী স্কুলে চলছে পাঠদান যুগান্তর

হলি আর্টিজানে নিহত পুলিশ কর্মকর্তা রবিউল

স্বপ্ন ছড়িয়ে সবার মাঝে তিনি

আহমদুল হাসান আসিক

গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে অভিযানের সময় জঙ্গিদের গুলিতে নিহত ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসি) রবিউল করিম একজন স্বপ্নবাজ মানুষ ছিলেন। তিনি শুধু নিজের ক্যারিয়ার নিয়েই ভাবতেন না, ভাবতেন সমাজ ও সমাজের অবহেলিত মানুষদের নিয়েও। এই ভাবনা থেকেই এই মানুষগুলোর জন্য কিছু করার উদ্যোগও নিয়েছিলেন তিনি। উদ্যোগের অংশ হিসেবে দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের জন্য নিজের এলাকায় বিশেষায়িত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এজন্য মায়ের কাছ থেকে নেন ২৯ শতাংশ জমি। নিজের জমানো টাকা, পরিচিতজনদের সহায়তায় মানিকগঞ্জের কাটিগ্রাম ইউনিয়নের বাসাই এলাকার ওই জমিতে পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেন। নাম রাখেন 'বিকনিং লাইট অর্গানাইজেশন ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

স্বপ্ন ছড়িয়ে সবার মাঝে তিনি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অব ম্যানকাইন্ড সোসাইটি (বুমস)'। এখন ওই স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৬ জন। পুলিশ কর্মকর্তা রবিউল এই শিশুদের কাছে ছিলেন বড় স্যার। কারণ বড় স্যার স্কুলে এলেই মিলত নানা উপহার। তাই শিশুরাও থাকত অপেক্ষায়। এখন প্রতিবন্ধী ওই শিশুদের অপেক্ষা যেন আর ফুরোয় না। কারণ তাদের একান্ত আপনজন বড় স্যার এখন না ফেরার দেশে।

বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলটিতে গিয়ে দেখা যায় নিরিবিলি পরিবেশে একটি টিনের ঘরের বারান্দায় প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের পাঠদান চলছে। শিশুরা আনন্দ নিয়ে খেলার ছলে শিখছে। পাঠদান করছিলেন শিক্ষিকা শামীমা নাসরিন শাওন ও শামীমা নাসরিন সাথী।

স্কুলের পরিচালক (প্রশাসন) জাহাঙ্গীর আলম জানান, রবিউলের বাবা আবদুল মালেকের স্বপ্ন ছিল গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করা। বাবার মতো তিনিও গ্রামের মানুষদের নিয়ে ভাবতেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সহজ ছিল না। ছেলের উৎসাহ দেখে এগিয়ে এলেন মা (করিমুন্নেসা)। স্কুলের জন্য ২৯ শতাংশ জমি দান করলেন। আটিগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে চলল প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের খুঁজে বের করার কাজ। এক পর্যায়ে খোঁজ মিলল ১৬০ জনের। কিন্তু তাদের স্কুলে দিতে অভিভাবকরা রাজি নন। তাদের ভাষ্য, প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে দিয়ে কী হবে। অভিভাবকদের নানাভাবে বুঝিয়ে স্কুলে আনার কাজও চলল রবিউলের নেতৃত্বে।

জাহাঙ্গীর আলম জানান, স্কুল শুরুর পর এর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবিউল। বেতনের একটি অংশ তিনি স্কুলের জন্য ব্যয় করতেন। রবিউলের প্রাণ ছিল স্কুলটি। কাজের ফাঁকে যখনই সময় পেতেন, চলে আসতেন এখানে। তহবিল সংগ্রহ, নিয়মিত খরচ এবং স্থায়ী আবাসন নিয়ে রবিউল কাজ করছিলেন। এ কারণেই স্কুল নিয়ে আমাদের তেমন কোনো ভাবনা ছিল না। এখন এ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। রবিউল যেন তার নিজের স্বপ্ন সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন এটা আমাদেরও স্বপ্ন।

স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা সবার : রবিউলের স্বপ্ন পূরণ করতে এখন সবাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছোট্ট এই স্কুলটিকে আরও বড় করার পরিকল্পনাও রয়েছে পরিচালনা কমিটির। রবিউলের ছোট ভাই ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব শামসুজ্জামান বলেন, এখন সবার প্রত্যাশা ভাইয়ার স্বপ্ন পূরণ করা। তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তার স্বপ্ন ছিল দরিদ্র মানুষের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠারও। ভাইয়ার এই স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টাও থাকবে আমাদের।

স্কুলের পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের ভ্যানে করে নিয়ে আসতে হয়। একটি মাত্র ভ্যানে সবাইকে নিয়ে আসা যায় না। তা ছাড়া পুরো ইউনিয়নে দেড় শতাধিক প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোর থাকলেও সবার শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। রবিউল থাকলে এ নিয়ে হয়তো আমাদের চিন্তা করতে হতো না। তিনি লক্ষ্যে পৌঁছতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন।

তিনি আরও জানান, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের আত্মনির্ভরশীল করার স্বপ্ন ছিল রবিউলের। সেই স্বপ্ন পূরণেও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে একটি সেলাই মেশিন দিয়ে স্বল্প পরিসরে ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়েছে।

রবিউলের স্ত্রী উম্মে সালমা জানান, রবিউল নেই। তবে তার স্বপ্ন পূরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব আমরা। কতটুকু পারব জানি না। তবে চেষ্টার কোনো কমতি থাকবে না।

রবিউলের জন্য মা করিমুন্নেসা গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন, এমন মা ক'জন হতে পারে, যার ছেলে দেশের জন্য জীবন দিতে পারে। ছেলের স্বপ্ন পূরণে তিনি সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।

মজায় মজায় শিক্ষা : প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের পাঠদান চলে মজায় মজায়। স্কুলের বারান্দায় বসে খেলতে খেলতে শিখছে তারা। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ মানসিক আবার কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী। স্কুলের বারান্দায় নাজমুল হোসেন ও আলমগীর হোসেন মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। তাদের নাম ধরে ডাকতেই মুখ ও হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করল। স্কুলের শিক্ষক শামীমা নাসরিন শাওন জানালেন, 'ওরা দু'জন কথা বলতে পারে না। দু'জনেই অনেক শান্ত। পড়াশোনায় বেশ ভালো।'

আরেক শিক্ষক শামীমা নাসরিন সাথী জানান, প্রতিবন্ধী এই শিশু-কিশোরদের একটু বেশি যত্ন নিয়েই পড়াতে হয়। খেলার ছলে, আনন্দের মধ্যেই ওরা শেখে।

রবিউল এখন আকাশের তারা : রবিউলের একমাত্র ছোট ভাই শামসুজ্জামান সাভারে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি মা করিমুন্নেসা, রবিউলের স্ত্রী উম্মে সালমা ও রবিউলের দুই সন্তান সাজেদুল করিম সামী ও কামরুন্নাহারকে (রায়না) নিয়ে সাভারেই থাকেন। সাজেদুল করিম সামীকে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। আর রায়নার বয়স মাত্র ছয় মাস। রবিউলের মৃত্যুর এক মাস পর রায়নার জন্ম। শামসুজ্জামানের সঙ্গে ফোনে কথা হলে তিনি বাসায় যেতে বলেন। সাভারের রেডিও কলোনি এলাকার বাসায় রবিউলকে নিয়ে কথা হয় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। এই মানুষটির জন্য যে তারা গর্বিত তা জানা গেল তাদের বক্তব্যে। রবিউলের এমন মৃত্যু তাদের পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হলেও এ নিয়ে তাদের কোনো আক্ষেপ নেই।

শামসুজ্জামান বলছিলেন, ভাইয়ার পাঁচ বছরের ছেলে সামী এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারে না। একদিন হঠাৎ সে আকাশের একটি তারা দেখিয়ে বলছিল, 'ওই তারাটাই আমার আব্বু।'

পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো খোঁজ নেয়া হয় কিনা জানতে চাইলে রবিউলের পরিবারের সদস্যরা জানান, পুলিশের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিচ্ছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তারা খুবই আন্তরিক এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন।

রবিউলের নামে মানিকগঞ্জের পুলিশ লাইন্স গেট : জীবনের অধিক মৃত্যু হয় যার/তাকে মনে রাখে জগৎ সংসার/এই দেশই তাই তোমার মুখচ্ছবি/নিশীথে চাঁদ, দিবসে রবি।/তুমি রবিউল করিম, তুমি বীর/তুমি না মায়ের, না ভাইয়ের, না স্ত্রীর/তুমি মহাকালের মহাসন্তান/তুমি নিলে ভাই সর্ব হৃদয়ে স্থান। মানিকগঞ্জ পুলিশ লাইন্সের মূল গেটে রবিউল করিমের একটি ম্যুরালের নিচে এই লেখাটি রয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শুধু এই ম্যুরালটিই নয়, পুলিশ লাইন্সের মূল গেটটি তার নামে করা হয়েছে।

রবিউলের স্ত্রীর চাকরি এখনও হয়নি : রবিউলের মৃত্যুর পর পুলিশের মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, রবিউলের স্ত্রীর জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর একটি চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক ড. আবুল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সুযোগ সৃষ্টি হলে রবিউলের স্ত্রীর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। তবে কবে নাগাদ এটি হবে, এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি।